দৈনিক ইত্তেফাক

AUG. 01 1999
পৃঃ ১৬ কলাম ৪

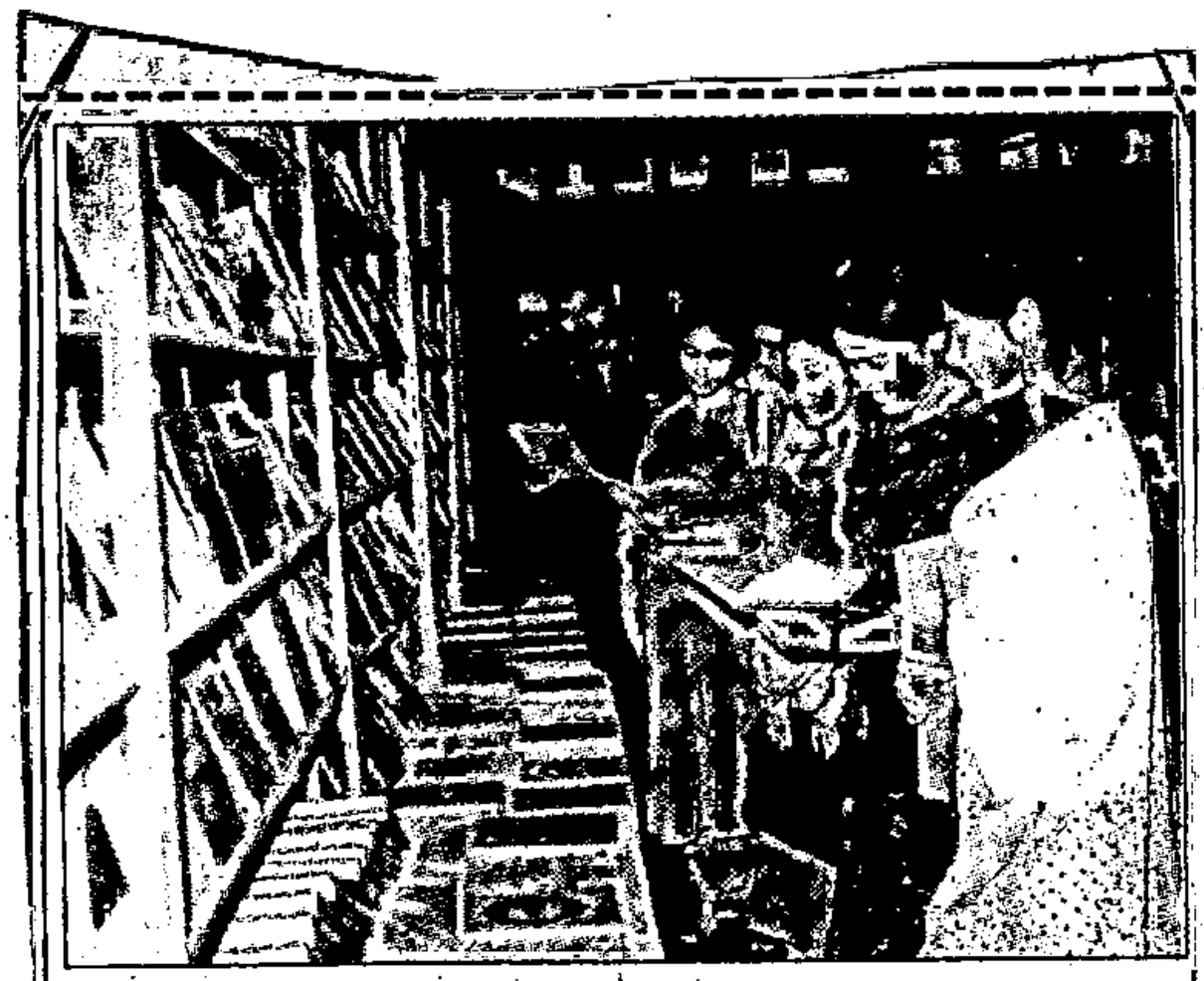

গতকাল ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুস্তক প্রদর্শনীতে ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড়-ইত্তেফাক

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বর্ণাঢ্য পুস্তক প্রদর্শনী

আনোয়ার আলদীন ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের রচিত পুস্তকের বর্ণাঢ্য প্রদর্শনী বসিয়াছে টিএসসিতে। ১৯২৬ সালে ইটালিক হরফে প্রকাশিত মাইকেল ওয়েষ্টের দ্য কন্সট্রাকশন অব রিডিং মেটেরিয়াল ফর টিচিং এ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ' হইতে সদ্য প্রকাশিত বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ হুমায়ুন আজাদের "কবি, অথবা দন্ডিত অপুরুষ" পর্যন্ত ২৩৫ জন শিক্ষকের ১ হাজার ৪০২টি পুস্তকের ঠাঁই মিলিয়াছে এখানে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সৃজনশীল গবেষণা কর্ম, অভিসন্দর্ভের তাত্ত্বিক রচনা হইতে শুরু করিয়া হালকা চটুল পুস্তক পর্যন্ত এই প্রদর্শনীকে ক্যাম্পাসের ছাত্র-শিক্ষকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করিয়াছে।

গতকাল শনিবার সকাল ১০টায় এ প্রদর্শনী উদ্বোধনের পর পরই শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ঢল নামে টিএসসি ক্যাফেটেরিয়ার প্রদর্শনীস্থলে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নামের সঙ্গে যখন রংয়ের রাজনীতি, ক্লাস ফাঁকি দিয়া বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্টটাইম চাকুরী, কনসালটেন্সীর গ্লানির তিলক সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে, সেই মুহূর্তে শিক্ষকদের গবেষণা ও সৃজনশীলতার কর্মযজ্ঞ নিয়া এই প্রদর্শনী মানুষকে ইতিবাচক ধারণা দিবে। গতকাল পুস্তক প্রদর্শনীর উদ্বোধনকালে ভিসি প্রফেসর আজাদ চৌধুরী এমন কথাই বলিলেন।

ভিসি বলেন, শিক্ষকরা গবেষণায় কম সময় দেন, এই অভিযোগ সত্য তবে ঢালাওভাবে নহে। শিক্ষকদের সম্পর্কে সাধারণের মনোভাব পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ হিসাবে এ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছে। তিনি সৃষ্টিধর্মী কর্মকান্ডকে বহির্বিশ্বে ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের নিমিত্তে শিক্ষক গবেষকদেরকে বাংলা ভাষার পাশাপাশি ইংরেজী ভাষায়ও গ্রন্থ রচনার আহ্বান জানান।

পুস্তক প্রদর্শনী কমিটির সভাপতি প্রোভিসি ডঃ এম শাহাদাত আলীর

(১৫শ পৃষ্ঠায় ২-এর কঃ দ্রঃ)

পুস্তক প্রদর্শনী

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষক সমিতির সভাপতি ডঃ আ. ফ. ম. ইউসুফ হায়দার, রেজিষ্ট্রার মুহম্মদ সেলিম ও ডঃ বিমল গুহ বক্তব্য রাখেন।

ডঃ শাহাদত আলী বলেন, এই প্রদর্শনীতে বিভিন্ন কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক-গবেষকদের পুস্তক ও প্রবন্ধ প্রদর্শনের আয়োজন করা যায় নাই, তবে আগামীতে সকলের রচনাবলী নিয়া প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইবে। প্রতি দুই বৎসর অন্তর এই ধরনের প্রদর্শনী হইবে।

সর্বশেষ, ১৯৯৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থার উদ্যোগে একটি গ্রন্থ প্রদর্শনী হইয়াছিল। ঐ প্রদর্শনীতে প্রকাশনা সংস্থা প্রকাশিত বই স্থান পাইয়াছিল। কিন্তু এবারের প্রদর্শনী সর্বদিক দিয়া ব্যতিক্রমধর্মী। কেবল শিক্ষকদের রচিত বই নিয়া এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছে। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তার ৩২টি বইও ইহাতে স্থান পাইয়াছে।

আজ রবিবার সকাল ১০টা হইতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত এই প্রদর্শনী সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে। আজই শেষ হইবে প্রদর্শনী।